দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ ... 15 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৪২ কলাম ... ১ ...

শিক্ষা ৩৫

মাধ্যমিকে নয়া প্রশ্নপদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত এক বছর পেছানোর দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় নতুন (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নপত্র চালুর সিদ্ধান্ত এক বছর পিছিয়ে ২০১০ সাল থেকে চালুর দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। তাঁরা বলেছেন, নতুন এই পদ্ধতি উন্নত শিক্ষণের সহায়ক হলেও শিক্ষা বর্ষের অর্ধেকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নতুন পদ্ধতি চালু শিক্ষার্থীদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে বেশি। পড়বে বাড়তি চাপ।

শনিবার রাজধানীর ক্রাইম রিপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশনে ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এক সংবাদ সম্মেলন করে এই দাবি জানান। একই সঙ্গে তাঁরা প্রধান উপদেষ্টা বরাবর ফ্যাক্সযোগে একই দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবকদের পক্ষে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রের মা পারভীন আক্তার। এ সময় সেলিমা আক্তার, শায়লা পারভীনসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবকরা বলেন, সম্প্রতি ঘোষিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র (এসকিউ) পদ্ধতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। পদ্ধতিটি হয়ত উন্নত শিক্ষণের সহায়ক; কিন্তু শিক্ষাবর্ষের অর্ধেক সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এহেন সিদ্ধান্ত কেন—এ প্রশ্ন অভিভাবকদের! এছাড়া নতুন কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে রাজধানীর আইডিয়াল, ভিকারুননিসা, উইলস লিটলের মতো দেশের

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

মাধ্যমিকে নয়া

(১২-এর পাতার পর)

সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকই তেমন কিছু জানেন না। আর গ্রামগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দও এ বিষয়ে জ্ঞাত নয়। সংস্কারের ফলে প্রশ্নপত্র কী ধরনের হবে তার কোন নমুনা চলমান পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ নেই। তাঁরা জানান, এনসিটিবি'র কাছেও কোন নির্দেশনা নেই, বইপত্র নেই, কোন প্রশিক্ষণের উদ্যোগও নেই। ফলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে দেখা দিয়েছে অজানা শঙ্কা, গভীর হতাশা ও অনিশ্চয়তা। প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশ্য বলা হয়, গোটা দেশের ছাত্র সমাজকে প্রহেলিকাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তার দিকে আপনি ঠেলে দিতে পারেন না বলে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও আপনার ওপর গভীরভাবে আস্থা রাখি।

প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমসিকিউ এবং লিখিত উভয় বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ব্যাপক সংস্কার করে নতুন প্রশ্নপত্র অনুযায়ী আগামী ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করে। বর্তমানে যারা নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে তারা প্রথম বারের মতো নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসএসসির মতো বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাতেও এই পরীক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। নতুন নিয়মে প্রচলিত পদ্ধতির ৫০ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের (এমসিকিউ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৩৫ নম্বর, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০ শতাংশ নম্বর এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত হবে। প্রতিটি এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য এক মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে।

পদ্ধতিটি ভাল হলেও শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকের বেশি সময় চলে যাওয়া পর এই পদ্ধতি চালু ও সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।